যায়যায়দিন

তারিখ 21 SEP 2007
পৃষ্ঠা কলাম ৪

মেডিকালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাসের অভিযোগ

কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রশ্নপত্রই তৈরি হয়নি, ফাস হবে কিভাবে

কামরুন নাহার মুন্না

মেডিকালে ভর্তি পরীক্ষার ফরম ছাড়ার প্রথমদিনই প্রশ্নপত্র ফাসের অভিযোগ উঠেছে। বাজারে এসব প্রশ্নপত্র কিনতে পাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্বিগ্ন অনেক অভিভাবক। তারা যায়যায়দিন অফিসে ফোন করে এর সত্যতা জানতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের মন্তব্য- এ প্রশ্নপত্রই আসল কি না তা পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত যেমন বোঝার উপায় নেই, তেমন পরীক্ষা হওয়ার পর যদি জানা যায় ফাস হওয়া প্রশ্নপত্রই আসল, তাহলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কিছুই করার থাকবে না। এদিকে ভর্তি পরীক্ষার প্রায় এক মাস আগেই প্রশ্নপত্র ফাসের খবরকে নেহায়েত গুজব বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, কোচিং সেন্টারগুলোই এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সূত্র জানায়, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফরম একযোগে ছাড়া হয়েছে। প্রথমদিন ঢাকা মেডিকাল কলেজ থেকে প্রায় ২ হাজার ৭০০ ফরম বিক্রি হলেও গতকাল বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫০০। আর ফরম বিক্রির শুরুর দিন থেকেই গুজব ওঠে, প্রায় এক মাস পর অনুষ্ঠিতব্য মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক অভিভাবক এ খবরে ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেন। কিন্তু কোথায়, কারা এ প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে- এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর তারা কেউই দিতে পারেননি।

প্রশ্নপত্র ফাসের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ জানান, এটি নিছক মনগড়া কথা। বাজারে মেডিকাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এখনো তৈরি হয়নি। পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে প্রশ্নপত্র তৈরি হয় বলে তিনি জানান। তিনি

মেডিকালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এটিকে কোচিং সেন্টারগুলোর অপপ্রচার বলে মন্তব্য করেন।

প্রফেসর সিফায়েত উল্লাহ বলেন, বিগত সেশনে মেডিকালে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত অভিযোগের সূত্রে সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে পেশকৃত রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এরই আলোকে গত বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষার আসন বিন্যাসে আনা হয়েছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ধারায় কোনো শিক্ষার্থী ফরম জমা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাবেন একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। পরে এসব ফরম পাঠিয়ে দেয়া হয় স্বাস্থ্য অধিদফতরে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে দেয়া হচ্ছে আলাদা রোল নাম্বার। রোল নাম্বারগুলো এমনভাবে দেয়া হচ্ছে যেন পরপর যারা ফরম জমা দিয়েছেন তারা পরপর সিটে না বসতে পারেন। এমনকি এক হলেও যেন সিট না পড়ে সেভাবে রোল নাম্বারগুলো ফেলা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আসন বিন্যাসে এ পরিবর্তনের ফলে কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। কারণ আগে কোচিং সেন্টারগুলো পরপর সিট ফেলানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতো বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি তারা মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য সাজেশন দিয়েও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতারণা করে টাকা আদায় করছে। প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টার মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্পেশ্যাল ব্যাচ করে। এসব ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এ অজুহাতে যে, তাদের মেডিকালে চান্স পাইয়ে দেয়া হবে।

প্রফেসর সিফায়েত উল্লাহ বলেন, যেসব শিক্ষার্থী মেডিকালে চান্স পায়, তারা সত্যিকার অর্থেই মেধাবী। এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পুজি করে কোচিং সেন্টারগুলো রমরমা ব্যবসা করছে। তিনি মনে করেন, এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রী কোচিং না করলেও মেডিকালে চান্স পেতো।

কোচিং সেন্টারগুলোর দৌরাত্ম্য কমাতে এর আগে গঠিত সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, প্রাইমেট, রেটিনা, থ্রি ডক্টরস, ডক্টর হীরা ইত্যাদি কোচিং সেন্টারের কার্যকলাপ গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে থাকা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা সংগৃহীত এসব তথ্য সরকারের প্রত্যক্ষ গোচরে থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কোচিং সেন্টারগুলোর কার্যকলাপে এনবিআরের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়। এ সুপারিশের আলোকে এবারো মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষার ১৫ দিন আগে থেকেই গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা মাঠে থাকবেন বলে জানা গেছে। তারা বিশেষ করে কোচিং সেন্টারগুলোয় নজরদারি করবে। প্রশ্নপত্র ফাস সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তারা সেটা যাচাই করে দেখবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে মেডিকালে ভর্তির ফরম বিতরণ ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর। ভর্তি পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর। পরীক্ষার কেন্দ্র হবে আগের মতো সব সরকারি মেডিকাল কলেজ। সব মেডিকাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। রেজাল্টও হবে আগামী মাসে। এরপর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস জুড়ে চলবে প্রাইভেট মেডিকাল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া। এরপর সরকারি-বেসরকারি সব মেডিকাল কলেজে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারিতে।

বর্তমানে দেশের ১৪টি মেডিকাল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ৬০টি।